**জেনারেলবৃন্দের সভা ১/২০১৪**

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

**শেখ হাসিনা**

রবিবার, ০৯ ফেব্রুয়ারি, ২০১৪, সেনাসদর, ঢাকা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

নিরাপত্তা উপদেষ্টা,

সেনাবাহিনী প্রধান,

সকল জ্যেষ্ঠ সেনা কর্মকর্তা,

ও উপস্থিত সুধিবৃন্দ,

আসসালামু আলাইকুম।

১।         বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তাগণের সম্মেলনে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য সেনাবাহিনীকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস এ সম্মেলন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রদত্ত দিক নির্দেশনাসমূহ সেনাবাহিনীর সকল পর্যায়ে বাস্তবায়নে অত্যন্ত সহায়ক ও কার্যকরী ভূমিকা পালন করে। আমি মনে করি জেষ্ঠ্য অফিসারদের মত বিনিময় সেনাবাহিনীকে একটি অত্যন্ত দক্ষ, আধুনিক এবং যুগোপযোগী বাহিনী হিসেবে গড়ে উঠার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

ফেব্রুয়ারি মাস আমাদের মাতৃভাষার স্বীকৃতি অর্জনের মাস। প্রথমেই আমি স্মরণ করি মহান ভাষা আন্দোলনের শহীদদের। যাঁরা মাতৃভাষার স্বীকৃতির জন্য প্রাণ উৎসর্গ করার বিরল ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন। ভাষা শহীদদের এ ত্যাগের মহিমায় একুশে ফেব্রুয়ারি আজ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা হিসাবে বিশ্বব্যাপী পালিত হওয়ার গৌরব লাভ করেছে।

২।         প্রিয় জেনারেলবৃন্দ,

স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক আহ্বানে সাড়া দিয়ে মহান মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে যুদ্ধকালীন সময়ে-ই আমাদের সেনাবাহিনীর গৌরবময় সূচনা হয়। এজন্য বাংলাদেশ সেনাবাহিনী আলাদা মর্যাদা ও আত্মবিশ্বাসের অধিকারী। স্বাধীনতার পর বহু সীমাবদ্ধতা-প্রতিকূলতা সত্ত্বেও দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা এবং ত্রিশ লক্ষ শহীদের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত বিজয় অর্থবহ করতে জাতির পিতা বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীকে নিবিড় তত্ত্বাবধানে গড়ে তুলেছিলেন। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকে একটি আধুনিক, যুগোপযোগী বাহিনী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার ব্যাপারে ছিলেন আত্মপ্রত্যয়ী এবং দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। শত প্রতিকূলতার মধ্যেও বঙ্গবন্ধুর ঐকান্তিক ইচছাতেই খুব স্বল্প সময়ের মধ্যে তিনি বাংলাদেশ মিলিটারী একাডেমি, কম্বাইন্ড আর্মস স্কুলসহ অনেক গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠে। সামরিক বাহিনীর জন্য বিদেশ থেকে আধুনিক প্রযুক্তি সমৃদ্ধ সমরাস্ত্র ও গোলাবারুদ সংগ্রহ করেছিলেন। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন বাস্তবায়নের ধারাবাহিকতায় আমাদের সরকারের গত দুই মেয়াদে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়েছে। আমাদের সরকারের দৃঢ় এবং বলিষ্ঠ পদক্ষেপের দরুণ বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর গ্রহণযোগ্যতা দেশ এবং বহির্বিশ্বে উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

৩।         সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা এবং গণতান্ত্রিক ধারা অব্যাহত রাখার জন্য বিগত ০৫ই জানুয়ারি ১০ম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই নির্বাচন সুষ্ঠু এবং সফলভাবে অনুষ্ঠিত করায় অন্যান্য নিরাপত্তা বাহিনীর সাথে সেনাবাহিনীও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছে। নির্বাচনকালীন সময়ে অন্যান্য আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সাথে দেশের সব জেলায় সেনাবাহিনীর উপস্থিতি জনমনে স্বস্তি এনে দিয়েছিল। জনগণ নির্ভয়ে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে সক্ষম হয়েছে। এজন্য আমি সেনাবাহিনীর সকল সদস্যকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। ভবিষ্যতেও বাংলাদেশের পবিত্র সংবিধানকে রক্ষা তথা গণতান্ত্রিক ধারাকে সুসংহত করার জন্য সশস্ত্র বাহিনীকে যে কোন হুমকি মোকাবেলায় সর্বদা সজাগ ও প্রস্ত্তত থাকতে হবে।

৪।         প্রিয় জেনারেলবৃন্দ,

আওয়ামী লীগ সরকার একটি দক্ষ, আধুনিক এবং শক্তিশালী সশস্ত্র বাহিনী গঠনে বদ্ধপরিকর। তাই যখনই আমরা সরকার গঠন করেছি তখনই সশস্ত্র বাহিনীর উন্নয়ন ও আধুনিকায়নে উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। আজ আমরা গর্ব করে বলতে পারি যে, সশস্ত্র বাহনীর যত উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন সাধিত হয়েছে তা আওয়ামী লীগ সরকারের সময়েই হয়েছে। আমরা দেশ পরিচালনার দায়িত্বভার গ্রহণের পর ১৯৯৬ হতে ২০০১ সাল পর্যন্ত সেনাবাহিনীর সম্প্রসারণ ও আধুনিকায়নে অনেকগুলো ইউনিট গঠন করি। আমার প্রথম সরকারের সময়কালে ০১টি পদাতিক ব্রিগেড ও  ০১ টি সংমিশ্রিত ব্রিগেড, স্পেশাল ওয়ার্কস অর্গানাইজেশন, ০১ টি সাঁজোয়া রেজিমেন্ট, ০৩ টি পদাতিক ইউনিট, ০২ টি আর্টিলারি ইউনিট, ০১ টি আরই ব্যাটালিয়ন, ০২ টি ইসিবি, এবং ০১ টি এসটি ব্যাটালিয়ন প্রতিষ্ঠা ও পুর্ণগঠন করা হয়েছিল। এছাড়া বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর আধুনিকায়ন এবং প্রশিক্ষণের মান যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে এনডিসি, বিপসট, এএফএমসি, এমআইএসটি এবং এনসিওস একাডেমির মত গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান সমূহ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। পদাতিক কোরের উন্নয়ন ও কার্যক্রমে গতিশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে নতুন করে বাংলাদেশ ইনফ্যান্ট্রি রেজিমেন্টাল সেন্টার প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। সেনাবাহিনীকে আরও কার্যক্ষম ও যুগোপযোগী করতে একই সময়ে উন্নত প্রযুক্তির অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ সহ ৭৮ টি আর্মার্ড পার্সোনেল ক্যারিয়ার ও ০২ টি ল্যান্ডিং ক্র্যাফ্ট ট্যাংক সেনাবহরে সংযোজন করা হয়। অন্যদিকে, সেনাবাহিনীর কল্যাণ কার্যক্রমের পরিধি বৃদ্ধির লক্ষ্যে ট্রাষ্ট ব্যাংক এবং হোটেল রেডিসন প্রতিষ্ঠা করা হয়।

৫।         আওয়ামী লীগ সরকার দ্বিতীয় মেয়াদে ক্ষমতা গ্রহণের পর ২০০৯-২০১৩ সাল পর্যন্ত সেনাবাহিনীর উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন বাস্তবমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করে। ১৯৭৪ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতীয় প্রতিরক্ষা নীতিমালা প্রণয়ন করেন তারই আলোকে সশস্ত্র বাহিনী ফোর্সেস গোল ২০৩০ প্রণয়ন করেছে। সেনাবাহিনী ফোর্সেস গোল বাস্তবায়নে যথেষ্ট অগ্রগতি লাভ করেছে। ফোর্সেস গোল ২০৩০ এর আলোকে ইতোমধ্যে আমরা বাংলাদেশ সেনাবহিনীর বিভিন্ন সাংগঠনিক কাঠামোতে আধুনিক অস্ত্র, গোলাবারুদ ও যোগাযোগ সরঞ্জামাদি অন্তর্ভুক্ত করেছি। যা সামগ্রিকভাবে আমাদের গর্বিত সেনাবাহিনীর সমরশক্তি ও চলাচল ক্ষমতা আরো অনেক বৃদ্ধি করবে।

৬।         ফোর্সেস গোল ২০৩০ এর ধারাবাহিকতায় সেনাবাহিনীর সাংগঠনিক কাঠামোতে ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। ইতোমধ্যে জালালাবাদ সেনানিবাসে ১৭ পদাতিক ডিভিশন গঠন করা হয়েছে। এ ডিভিশনের অধীনে ০১ টি পদাতিক ব্রিগেড এবং ০২ টি নতুন পদাতিক ব্যাটালিয়ন গঠন করা হয়েছে। প্রস্তাবিত পদ্মা সেতুর আনুষঙ্গিক অবকাঠামো নির্মাণ এবং নিরাপত্তার জন্য ৯৯ কম্পোজিট ব্রিগেড উদ্ভোধন করা হয়েছে। মিরপুর সেনানিবাসে ০১ টি এয়ার ডিফেন্স রেজিমেন্ট, চট্টগ্রাম সেনানিবাসে ০১টি মিলিটারী ফার্ম, খোলাহাটি সেনানিবাসে ০১টি এসএসডি এবং সাভার ও বগুড়া সেনানিবাসে ০২ টি এডহক মেকানাইজড ব্রিগেড গঠন করা হয়েছে। এছাড়াও এডহক ভিত্তিতে সিলেটে ০১টি এরিয়া সদর দপ্তর, ০১টি ইঞ্জিনিয়ার ব্যাটালিয়ন, ০১টি এমপি ইউনিট এবং ০১টি ফিল্ড ইন্টেলিজেন্স ইউনিট গঠন করা হয়েছে। তাছাড়া, পর্যায়ক্রমে আগামি ৬ বৎসরে নবগঠিত ১৭ পদাতিক ডিভিশনের অর্গানোগ্রামে ৩৬ টি নতুন ইউনিট প্রতিষ্ঠার নীতিগত অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে। ইতোমধ্যেই সেনাসদরের অধীনে মিলিটারি ইন্ডাষ্ট্রিজ এবং প্রোডাকশন ব্রাঞ্চ গঠনেরও নীতিগত অনুমোদন দেয়া হয়েছে। এর ফলে সামরিক সরঞ্জামাদি এবং সেনাবাহিনীর অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদনের ক্ষেত্রে আরও গতিশীলতা আসবে বলে আমার বিশ্বাস। ইতোমধ্যেই আর্মি ডেন্টাল কোরকে আলাদা কোরে পরিণত করা হয়েছে।

৭।         সেনাবাহিনীকে আরও কার্যক্ষম ও যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে সেনাবাহিনীতে ৪৪টি অত্যাধুনিক মেইন ব্যাটেল ট্যাংক, ১৩ টি আমার্ড রিকভারী ভেহিকেল, ১৮ টি অত্যাধুনিক সেলফ প্রোপেল্ড গান সিস্টেম, ৫টি উইপন লোকেটিং রাডার, ২টি গ্রাউন্ড সার্ভেলেন্স রাডার, ১টি সাউন্ড রেঞ্জিং রাডার, ২১৩টি এন্টি ট্যাংক গাইডেড উইপন, ২৮৫ টি এন্টি ট্যাংক উইপন, ৬ টি মাল্টিপাল লঞ্চড রকেট সিস্টেম, ২৬০ টি আর্মার্ড পার্সোনেল ক্যারিয়ার, ২২ টি রিকোনাইসেন্স ভেহিক্যাল, ২টি হেলিকপ্টার এবং ২টি ইউটিলিটি বিমান ছাড়াও সিগন্যাল ও ইঞ্জিনিয়ারিং কোরের জন্য অত্যাধুনিক সরঞ্জামাদি ক্রয় করা হয়েছে। এই অত্যাধুনিক সরঞ্জামাদি সংযোজনের ফলে সেনাবাহিনীর কার্যক্ষমতা এবং যুদ্ধোপযুক্ততা এবং সেনাসদস্যদের মনোবলও বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। সেনাবাহিনীতে নতুন সংযোজনকৃত অত্যাধুনিক সরঞ্জামাদি নিজস্ব সমর শক্তি বৃদ্ধির পাশাপাশি বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে আরও পেশাগত দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালনে সহায়তা করবে। এছাড়াও রাশিয়া, চীন, সারবিয়া প্রভৃতি দেশ হতে উল্লে­খযোগ্য সামরিক সরঞ্জামাদি ক্রয়ের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

৮।         বাংলা­দেশ সেনাবাহিনীকে স্বনির্ভর করার লক্ষ্যে বাংলা­দেশ মেশিন টুলস্ ফ্যাক্টরী এবং বাংলা­দশ সমরাস্ত্র কারখানার সাংগঠনিক কাঠা­মো পুনর্গঠন করা হ­য়ে­­ছ। বিএমটিএফ এ সেনাবাহিনীর জন্য বিভিন্ন প্রকল্পের পাশাপাশি দে­­শর আর্থ সামাজিক উন্নয়নের জন্যও ব্যাপক উন্নয়নমূলক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। বাংলাদেশ সমরাস্ত্র কারখানায় বিদেশী প্রযুক্তির পাশাপাশি নিজস্ব উদ্ভাবনী উপায়ে আর্মস এবং এ্যামুনিশন প্রস্ত্তত করা হচেছ। আধুনিক স্মল আর্মস এ্যামুনিশন প্ল্যান্ট স্থাপনের মাধ্যমে বছরে ৬৫ মিলিয়ন এ্যামুনিশন উৎপাদন করা সম্ভব হচেছ। এছাড়াও এই কারখানায় বছরে ১৪ হাজার রাইফেল এবং ৪ লাখ গ্রেনেডও উৎপাদিত হচেছ। ৬০ ও ৮২ মিলিমিটার মর্টার এবং মর্টার সেলের পরীক্ষামূলক উৎপাদন সফল হয়েছে। তাছাড়াও মিসাইল এ্যাসেম্বলি প্ল্যান্ট, এ্যাক্সপ্লোসিভ টেস্টিং ল্যাব, বুলেট প্রুফ জ্যাকেট প্রস্ত্ততকরণ প্ল্যান্ট, ১২২ মিলিমিটার হাউইটজার সেলের হাই এক্সপ্লোসিভ ফিলিং প্ল্যান্ট, এপিসি ম্যানুফ্যাকচারিং প্ল্যান্ট প্রস্ত্ততের কাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। এ সকল সরঞ্জাম উৎপাদনে সক্ষম হলে নিজস্ব প্রয়োজন মেটানোর পাশাপাশি আমরা দেশের বাইরেও তা রপ্তানী করতে পারবো।

৯।         আমাদের সরকারের গত মেয়াদে দেশে এবং বিদেশে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর যৌথ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ছিল উল্লেখ করার মত। যার ধারাবাহিকতা আগত দিনগুলোতেও উত্তোরোত্তর বৃদ্ধি পাবে। বিশেষভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, শ্রীলংকা ও ভারতের সাথে যৌথ প্রশিক্ষণের ফলে আমাদের অফিসার ও সৈনিকদের দক্ষতা ও আত্মবিশ্বাস বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। আমি আমাদের প্রশিক্ষণ এলাকার সীমাবদ্ধতার কথা চিন্তা করে ভূমি মন্ত্রণালয়কে ইতোমধ্যে চর কেরিং-এ দশ হাজার একর জমি সেনাবাহিনীকে দেওয়ার জন্য নির্দেশ দিয়েছি। এছাড়া নোয়াখালীর চর এলাকায় পঁয়ত্রিশ হাজার একর এবং ঈশ্বরদীতে ৭৩০ একর জমিও সেনাবাহিনীকে হস্তান্তর কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

১০।       আমাদের সেনাবাহিনীর আধুনিকায়নের লক্ষ্যে রিয়েল এষ্টেট মাস্টার প্ল্যান প্রণয়ন পূর্বক ফোর্সেস গোল ২০৩০ এর আলোকে এর বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া এগিয়ে চলছে জেনে আমি আনন্দিত। কক্সবাজারের রামু এবং বান্দরবনের রুমাতে পূর্ণাঙ্গ সেনানিবাস স্থাপনের জন্য সেনাবাহিনীকে জমি হস্তান্তর প্রক্রিয়াধীন। সিলেটের শাহ্‌পরান বাইপাস এলাকায় নবগঠিত ১৭ পদাতিক ডিভিশনের জন্য দেড় হাজার একর জমি অধিগ্রহণের নীতিগত অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া নবগঠিত ৯৯ কম্পোজিট ব্রিগেডের আবাসনের লক্ষ্যে আমরা প্রস্তাবিত পদ্মা সেতুর উভয় পার্শ্বে অধিগ্রহণকৃত জমি হতে প্রয়োজনীয় জমি বরাদ্দের নীতিগত অনুমোদন দিয়েছি।

১১।       সেনাবাহিনীর সকল পদবীর সদস্য ও তাদের পরিবারের জন্য বাসস্থানের ব্যবস্থা আমাদের সরকারের অন্যতম অঙ্গীকার। চলতি অর্থবছরে অফিসারদের জন্য সর্বমোট ৩৭০ টি বিভিন্ন টাইপের বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এছাড়াও ৪৫০ জনের ধারণক্ষম ৪টি অফিসার মেস নির্মাণ করা হচেছ। জেসিও এবং অন্যান্য পদবীর জন্য সর্বমোট ৮৩৬টি বাসস্থান নির্মাণ করা হয়েছে। এছাড়াও ১৩৮০ জন সেনাসদস্যের জন্য মেস ও এসএম ব্যারাক নির্মাণ করা হচেছ। এর ফলে সকল স্তরের সেনাসদস্যদের কর্মোদ্যম বৃদ্ধির পাশাপাশি বাসস্থান সমস্যারও সমাধান হবে বলে অমি বিশ্বাস করি।

১২।       সশস্ত্র বাহিনীর অফিসারদের জন্য যশোর ও সাভার ডিওএইচএস এর প্ল­ট বরাদ্দের কার্যক্রম শেষ পর্যায়ে রয়েছে। এছাড়া চট্টগ্রাম ও কুমিল্লা ডিওএইচএস বাস্তবায়নে অনুমোদন দেয়া হয়েছে। জলসিঁড়ি আবাসন প্রকল্পের কাজও উল্লেখযোগ্যভাবে এগিয়ে যাচ্ছে জেনে আমি খুশী হয়েছি। পিলখানায় শহীদ অফিসারদের পরিবারের জন্য মিরপুর ডিওএইচএস এ প্লট ও ফ্ল্যা­ট বরাদ্দ করা হয়েছে। চাকুরীরত অবস্থায় অকালীন মৃত্যু হলে অফিসারদের পরিবারকে ডিওএইচএস-এ একটি করে ফ্ল্যাট দেয়ার পরিকল্পনা গ্রহণ এবং পর্যায়ক্রমে তা বাস্তবায়নের কার্যক্রম শুরু হয়েছে জেনে আমি আনন্দিত। ভবিষ্যতেও এ ধরণের কল্যাণমূলক কাজ অব্যাহত থাকবে।

১৩।       সেনাবাহিনীর ইঞ্জিনিয়ারিং কোর কর্তৃক মিরপুর এয়ারর্পোট রোডে ফ্লাইওভার এবং বনানী রেল ক্রসিং এ ওভারপাস নির্মাণ প্রকল্প নির্ধারিত সময়ের প্রায় তিন মাস পূর্বেই সম্পন্ন হয়। যা তাদের উন্নত পেশাদারিত্বের পরিচয় বহন করে। এই প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে যানজট বহুলাংশে নিরসন হয়েছে। মেঘনা-গোমতী সেতু পুনর্বাসন প্রকল্প ইতোমধ্যেই সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। সেনাসদস্যবৃন্দ পেশাদারিত্বের পরিচয় দিয়ে চিম্বুক-থানচি সড়ক প্রকল্প, রামু ও উখিয়া এলাকায় ক্ষতিগ্রস্ত বৌদ্ধ বিহার ও মন্দির মেরামত প্রকল্প এবং বহদ্দারহাট জংশনে নির্মাণধীন ফ্লাইওভারের অবশিষ্ট কাজ সুপারভিশন অত্যন্ত দক্ষ ও সফলভাবে সম্পন্ন করে জনগণের ভূয়সী প্রশংসা কুড়িয়েছে। এছাড়াও জয়দেবপুর-ময়মনসিংহ মহাসড়কের চার লেনে উন্নীত করণের কাজ, বেগুনবাড়ী খাল ও হাতিরঝিল এলাকার উন্নয়ন কাজ, থানচি-আলিকদম সড়ক নির্মাণ প্রকল্প, রাঙ্গামাটি-বান্দরবান সড়ক সংস্কার প্রকল্প, দীঘিনালা-লংগদু সড়ক নির্মাণ প্রকল্প, ধানমন্ডি লেক এবং রায়ের বাজার বধ্যভূমির উন্নয়ন প্রকল্পের কাজ সেনাবাহিনীর ইঞ্জিনিয়ারিং কোরের মাধ্যমে পূর্ণোদ্যমে এগিয়ে চলেছে। এ সকল উন্নয়নমূলক কাজের মাধ্যমে সেনাবাহিনী জনগণের আস্থা অর্জনে সফল হয়েছে। এই ধরণের জাতীয় উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে আপনাদের সম্পৃক্ততা জাতি আরও ব্যাপকভাবে প্রত্যক্ষ করবে বলে আমি আশা রাখি।

১৪।       সেনাবাহিনীর বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের আপগ্রেডেশন এবং নতুন পদ সৃষ্টির ফলে ক্যাপ্টেন হতে লেঃ জেনারেল পর্যন্ত সর্বমোট ৫৭০টি পদ সৃষ্টি হয়েছে যা সেনাবাহিনীকে আধুনিক করার পাশাপাশি প্রতিষ্ঠানের কাজে যথেষ্ট গতিশীলতা আনবে বলে আমি বিশ্বাস করি। প্রমোশনের সুযোগ সৃষ্টির ফলে সেনাবাহিনীর মর্যাদাও বৃদ্ধি পেয়েছে।

১৫।       আমাদের সরকারের গত দুই মেয়াদে সেনাবাহিনীর অফিসার জেসিও ও অন্যান্য পদবীর সৈনিকদের প্রশিক্ষণে অভূতপূর্ব উন্নতি সাধিত হয়েছে। যে কোন কিছুতেই উন্নতি, একটি ধারাবাহিক ও চলমান প্রক্রিয়া বলেই আমার বিশ্বাস। ‘‘কঠিন প্রশিক্ষণ সহজ যুদ্ধ''-এই মূলমন্ত্রকে সামনে রেখে সেনাবাহিনীর প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে আরও গতিশীলতা ও আধুনিক করার লক্ষ্যে আমি ইতোমধ্যেই বাংলাদেশ মিলিটারী একাডেমিতে ক্যাডেটদের ২ বছরের পরিবর্তে ৩ বছরের প্রশিক্ষণের নির্দেশনা দিয়েছি। যা খুব অল্প সময়ের মধ্যেই বাস্তবায়িত হবে বলে আমার বিশ্বাস। প্রশিক্ষণের ব্যাপ্তি বাড়ানো হলেও তা সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এর অবকাঠামোগত উন্নয়নেরও প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে আমরা ইতোমধ্যেই বাংলাদেশ মিলিটারী একাডেমিতে বঙ্গবন্ধু কমপ্লে­ক্স গড়ে তুলেছি। যা আধুনিক স্থাপত্যের এক অনন্য নির্দশন। ভবিষ্যতে এ ধরণের আরও অবকাঠামোগত উন্নয়নমূলক প্রকল্পের বিষয়টি আমার সক্রিয় বিবেচনাধীন রয়েছে।

১৬।       সেনাবাহিনীর জুনিয়র কমিশন্ড অফিসারদের প্রথম শ্রেণীতে উন্নীত করার দাবী বহুদিনের। ইতোমধ্যেই জুনিয়র কমিশন্ড অফিসারদের প্রথম শ্রেণী এবং সার্জেন্টদের দ্বিতীয় শ্রেণীর মর্যাদা প্রদান করার অনুমোদন দিয়েছি। পর্যায়ক্রমে সেনাবাহিনীর ৪ টি ফরমেশনে আর্মড ফোর্সেস মেডিকেল কলেজের আদলে ৪ টি মেডিকেল কলেজ স্থাপনের কাজ প্রক্রিয়াধীন আছে।

১৭।       দুর্যোগ ও দুর্ঘটনা মোকাবেলায় সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যরা বিশেষ করে সেনাবাহিনী দ্রুততম সময়ে দুর্গত মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে দেশে ও বিদেশে প্রশংসিত হয়েছে। জাতিসংঘ শান্তি মিশনে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ভূমিকা বরাবরই প্রসংশিত হয়েছে। আমাদের সরকার বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকে জাতিসংঘ মিশনে আরও বলিষ্ঠ নীতিনির্ধারণী অংশীদার করতে নিরন্তর কাজ করছে। বাংলাদেশ সেনাবাহিনী বিভিন্ন মানদন্ডের বিবেচনায় আজ বিশ্বমানের প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। এ মর্যাদা সমুন্নত রাখার দায়িত্ব আপনাদের।

১৮।       আর্থ সামাজিক প্রেক্ষাপট ও পরিপার্শ্বিকতা বিবেচনায় বর্তমান সরকার সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন ভাতা পুনঃনির্ধারণের লক্ষ্যে বেতন ও চাকুরী কমিশন ২০১৩ গঠনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় সশস্ত্র বাহিনীর বেতন কমিটি গঠন সেনাবাহিনীর সর্বস্তরের সদস্যদের মনোবল ও আন্তরিকতা আরও বৃদ্ধি করবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। সেনাবাহিনীর লেঃ কর্ণেল এবং তদুর্ধ্ব পদবীর অফিসারদের চাকুরী ও বয়সসীমা ০১ বৎসর এবং মেজর ও তদনিম্ন সকল পদবীর চাকুরীর সীমা ০২ বৎসর বৃদ্ধি করা হয়েছে। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর আর্মি এভিয়েশন ইউনিটের বৈমানিকদের উড্ডয়ন বেতন বৃদ্ধি করা হয়েছে। সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে রোগীদের খাবারের মান উন্নয়নকল্পে মসলা ভাতার হার ৩০ শতাংশ বৃদ্ধি করা হয়েছে। সেনাবাহিনীর এএমসি ও এডিসি  কোরের  অফিসারগণকে  বিশেষজ্ঞ বেতনের পাশাপাশি যোগ্যতা বেতন প্রদানের জন্য পে এন্ড এলাউন্স রেগুলেশনস সংশোধন করা হয়েছে। উক্ত কোরের বিশেষজ্ঞ অফিসারগণ বিশেষজ্ঞ বেতনের সাথে যুগপৎভাবে যোগ্যতা বেতন পাচ্ছেন।

১৯।       মুদ্রাস্ফীতি, বিশ্বব্যাপী দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি, জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন ও ব্যয়বৃদ্ধির প্রেক্ষিতে আমাদের সরকার, সরকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য মূল বেতনের ২০% মহার্ঘ্য ভাতা হিসেবে ইতোমধ্যেই বাস্তবায়িত হয়েছে। পড়ালেখায় উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে সেনাবাহিনীতে চাকুরীরত জেসিও ও অন্যান্য পদবীর সৈনিকগণের ৮০৪ জন সন্তানকে ষোল লক্ষ আট হাজার টাকা আমার বৃত্তি তহবিল হতে প্রদান করা হয়েছে।

২০।       এই সরকার নারীর ক্ষমতায়নে বিশ্বাসী। বাংলাদেশের ইতিহাসে আমাদের সরকারের সময়ই সর্বপ্রথম ২০০০ সালে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে মহিলা অফিসার ভর্তি হয়। এরই ধারাবাহিকতায় আর্মি মেডিকেল কোরে প্রথমবারের মত ১,০০০ জন মহিলা সৈনিক ভর্তি করা হয়েছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক বিভিন্ন খেলাধূলার টুর্নামেন্টে সেনাবাহিনীর খেলোয়াড়গণ সুনামের সাথেই অংশগ্রহণ করে আসছে। সেনাবাহিনীতে মহিলা খেলোয়াড় না থাকার ফলে এতদিন মহিলা খেলোয়াড়দের ইভেন্টে সেনাবাহিনীর অংশগ্রহণ ছিলনা। ইতোমধ্যে ৩৫১ জন মহিলা খেলোয়াড় ভর্তি কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে জেনে আমি খুশী হয়েছি। এর ফলে নারীর ক্ষমতায়নের প্রক্রিয়া বহুলাংশে বৃদ্ধি পাবে এবং আর্থ সামাজিক অবস্থার ব্যাপক উন্নতি হবে।

২১।       আপনারা সবাই অবগত আছেন যে, ২০০৯ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি পিলখানায় ঘটে যাওয়া নৃশংস ঘটনায় ৫৭ জন সেনাকর্মকর্তা শহীদ হন। আমাদের সরকারের অঙ্গীকার ছিল খুব কম সময়ের মধ্যে এই বিদ্রোহের বিচার কাজ সম্পন্ন করা। আমি আমার অঙ্গীকার রক্ষায় ছিলাম দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। স্বল্প­ সময়ের মধ্যে এত বড় বিচারকাজ সম্পন্ন করে আমরা দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছি।

২২।       বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে গত ১৬ই ডিসেম্বর ২০১৩ তারিখে মহান বিজয় দিবসে জাতীয় প্যারেড স্কোয়ারে সাতাশ হাজার একশ' সতের জন লোকের সমন্বয়ে ৪৩০ ফুট দৈর্ঘ্য এবং ২৫৮ ফুট প্রস্থ বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা ডিসপ্লে করা হয়। যা বিশ্বের ইতিহাসে সর্ববৃহৎ পতাকা হিসাবে ইতোমধ্যেই গিনিস্ রেকর্ড বুকে স্থান করে নিয়েছে। এ মহান কৃতিত্বের জন্য আমি অন্যান্যদের পাশাপাশি সেনাবাহিনীর সকল সদস্যকে অভিনন্দন জানাই।

২৩।       গৌরবোজ্জল বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর পেশাগত সুনাম ও নির্ভরযোগ্যতার কারণে বহু কাঙ্ক্ষিত এবং প্রতীক্ষিত পদ্মা সেতু নির্মাণের কাজ তদারকীসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বভার ইতোমধ্যেই সেনাবাহিনীর উপর ন্যস্ত করা হয়েছে। অর্পিত এই জনগুরুত্বপূর্ণ এবং জাতীয় দায়িত্ব সেনাবাহিনী অত্যন্ত নিষ্ঠা এবং গুরুত্বের সাথে সম্পন্ন করবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। ভবিষ্যতে জাতীয় উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে আপনাদের সম্পৃক্ততা জাতি আরও ব্যাপকভাবে প্রত্যক্ষ করবে বলে আমি আশা করছি। আমরা তৃতীয়বারের মতো সরকার গঠন করেছি। আমাদের সরকার সর্বদাই জনগণের সেবক হিসেবে দেশ পরিচালনা করতে বদ্ধ পরিকর। দেশের আপামর জনসাধারণের সেবা করার জন্য আমরা আপনাদের সার্বক্ষণিক সহযোগিতা পেয়েছি।

২৪।       আমাদের সরকারের গত দুই মেয়াদে সেনাবাহিনীর অবকাঠামোগত যুগান্তকারী উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। আপনারা সবাই জানেন যে, উন্নয়ন একটি চলমান প্রক্রিয়া। তাই, এই বাহিনীর আধুনিকায়ন এবং একে সুপ্রশিক্ষিত বাহিনী হিসাবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে এর সাংগঠনিক সম্প্রসারণের পাশাপাশি ব্যাপক অবকাঠামোগত সম্প্রসারণ এবং উন্নয়নের দরকার বলে আমি মনে করি। তথ্য প্রযুক্তির এই আধুনিক যুগে সেনাবাহিনীকে আরও ঢেলে সাজানোর প্রয়োজন রয়েছে। আমাদের সরকারের তৃতীয় মেয়াদেও সেনাবাহিনীর অবকাঠামোগত উন্নয়নের ধারা অব্যাহত থাক­বে। ফোর্সেস গোল-২০৩০ এর আলোকে সেনাবাহিনীর যে অগ্রগতি হয়েছে তাতে আমি অভিভূত। আমাদের সরকারের চলতি মেয়াদেই রামুতে ১টি ডিভিশন এবং রাজবাড়ীর সন্নিকটে চর ভবানীপুরে আরও একটি পদাতিক ডিভিশন প্রতিষ্ঠার বিষয়টি আমার সক্রিয় বিবেচনায় রয়েছে।

২৫।       সরকার প্রধান হি­সে­বে গত দুই মেয়া­দে আমি আমার সাধ্য মোতা­বেক সেনাবাহিনী­কে আধুনিকায়ন করার চেষ্টা করেছি। যাতে আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে সেনাবাহিনী মাথা উঁচু ক­রে তা­দের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করতে সক্ষম হয়। আমাদের সরকারের তৃতীয় মেয়াদেও উন্নয়­­নর এ ধারা অব্যাহত থাক­বে এবং আগামীতে আরও আধুনিক সেনাবাহিনীর জন্য যা যা প্রয়োজন তার ব্যবস্থা করতে আমি দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করছি।

২৬।       সেনাবাহনীর চেইন অব কমান্ডকে সমুনণত রাখতে হবে। জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তাগণকে নৈতিকতা, সততা এবং কর্তব্যপরায়ণতার উদাহরণ হিসেবে নিজেদেরকে অধঃস্তনদের সামনে উপস্থাপন করতে হবে। অধঃস্তনদের শ্রদ্ধা ও আনুগত্য অর্জন করতে হবে। তাদের সকল প্রয়োজনীয়তা, আশা-আকাঙ্ক্ষা ও চিন্তা ভাবনার দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

২৭।       আপনারা সেনাবাহিনীর ভিতরের মূল চালিকা শক্তিগু­লো অর্থাৎ উর্ধ্বতন নেতৃত্বের প্রতি আস্থা, পারস্পারিক বিশ্বাস, সহমর্মিতা, ভ্রাতৃত্ব­বোধ, কর্তব্যপরায়ণতা, দায়িত্ব­বোধ এবং সর্বোপরি শৃংখলা বজায় রে­খে আপনা­দের স্বীয় কর্তব্য সম্পাদ­নে একনিষ্ঠভাবে কাজ করবেন। সেনাবাহিনীর সকল পরিসরে আস্থা, বিশবাস ও শ্রদ্ধা­বোধ­ জাগ্রত রেখে জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা হিসেবে আপনাদেরকেই অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে। আমি সেনাবাহিনী প্রধান এবং আপনাদের সহ সকলকে বিভিন্ন প্রতিকুলতার মাঝেও সেনাবাহিনীর অগ্রযাত্রা অব্যাহত রে­খে সরকা­রের উন্নয়­নের ধারাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

২৮।       পরিশেষে, আমি এ বাহিনীর সকল সদস্যদের সার্বিক কল্যাণ ও সুস্বাস্থ্য কামনা করছি। মহান আল্লাহতায়ালা আমাদের সকলের সহায় হোন।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু,

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।